বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২৩

প্রকাশনায়

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর

বিএফডিসি ভবন

২৩-২৪, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।

www.flid.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২০২৩
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল
অক্টোবর, ২০২৩

মুদ্রণে
পায়রা ইন্টারন্যাশনাল
১৭৩, ফকিরাপুল, আরামবাগ
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ ভাবনা
ডা. সঞ্জীব সূত্রধর
(উপসচিব)
উপপরিচালক

ডা. মো. এনামুল কবীর
তথ্য কর্মকর্তা (প্রাণিসম্পদ)
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর ।

প্রকাশনায়
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
বিএফডিসি ভবন
২৩-২৪, কারওয়ান বাজার, ঢাকা ।
www.flid.gov.bd

"I have a very good exportable commodities like jute, like tea, like hide and skins, fish. I have forest goods. I can export many things.".....

Bangabandhu, father of the nation.

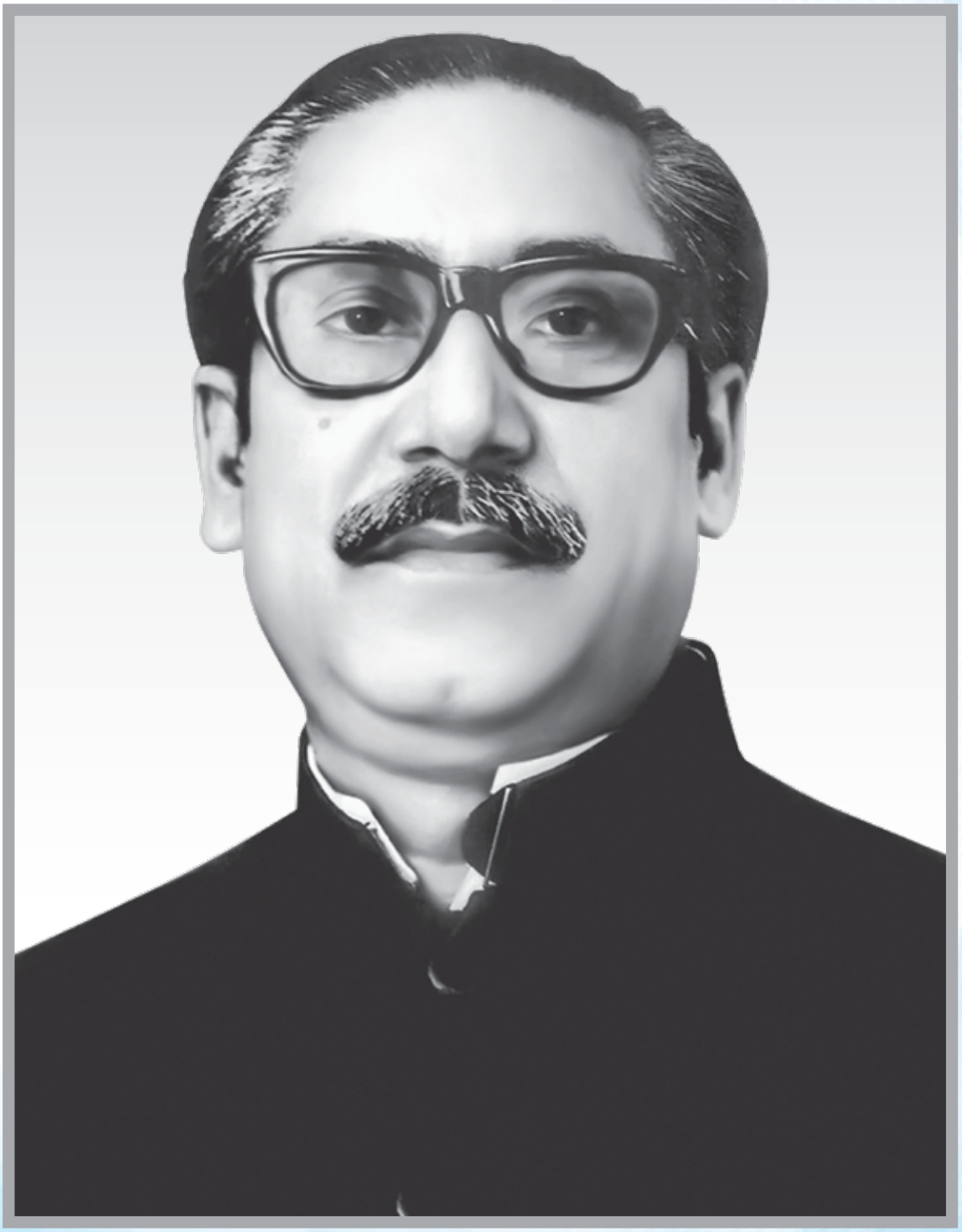

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ ম রেজাউল করিম এমপি
মন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দেশের আপামর জনসাধারণের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বেকারত্ব হ্রাস, দারিদ্র্য বিমোচন, রপ্তানি আয়ের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনসহ দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ খাতের উন্নয়ন ও ক্রমবিকাশে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর-সংস্থা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর-সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রম তুলে ধরার প্রয়াসে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে, যা অত্যন্ত কার্যকর ও সময়োপযোগী উদ্যোগ বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান** স্বাধীনতার পর দেশ পুনর্গঠন পরিকল্পনায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতকে গুরুত্ব দিয়ে এ খাতের উন্নয়ন ও বিকাশে নানা দূরদর্শী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। সে সময় তিনি বলেছিলেন, "আমরা বাংলাদেশের মানুষ, আমার মাটি আছে, আমার সোনার বাংলা আছে, আমার পাট আছে, আমার মাছ আছে, আমার লাইভস্টক আছে। যদি ডেভেলপ করতে পারি ইনশাল্লাহ, এই দিন আমাদের থাকবে না"। বঙ্গবন্ধুর সূচিত পথ ধরে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে যুগোপযোগী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা যথাযথ বাস্তবায়নের ফলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে। ২০২১ থেকে ২০২৫ মেয়াদে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, ২০৩০ সালে টেকসই অভীষ্ট অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত অন্যতম অংশীদার। এ বিষয়টি মাথায় রেখে সরকারের সময়োপযোগী নীতির প্রয়োগ ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এ খাতের টেকসই বিকাশে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তরসমূহ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

মাছের অভয়াশ্রম তৈরি ও ব্যবস্থাপনা, বিল নার্সারি স্থাপন, হাওড়-বাওড় ও হ্রদে মৎস্যসম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনা, প্রজনন মৌসুমে মৎস্য আহরণ বন্ধ রাখা, জেলেদের ভিজিএফ প্রদান ও বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, দেশীয় বিলুপ্তপ্রায় মাছের প্রজনন কৌশল ও চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবন, মাছের উন্নত জাত উদ্ভাবন, মাছের লাইভ জিন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনাসহ নানা কার্যকর পদক্ষেপের কারণে বাংলাদেশ আজ মাছ উৎপাদনে শুধু স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় বরং উদ্বৃত্ত। ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশে মোট মাছ উৎপাদন হয়েছে ৪৯ দশমিক ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন। মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশের সাফল্য আজ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও স্বীকৃত। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশ এখন অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের মাছ উৎপাদনে বিশ্বে তৃতীয়, চাষের মাছ উৎপাদনে বিশ্বে পঞ্চম এবং ইলিশ আহরণে প্রথম স্থানে রয়েছে। বাংলাদেশের ইলিশ ও বাগদা চিংড়ি এখন ভৌগলিক নির্দেশক পণ্য। জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্য খাত যেমন অবদান রাখছে, রপ্তানি বাণিজ্যেও রাখছে উল্লেখযোগ্য অবদান। ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশের মোট জিডিপির ২ দশমিক ৪১ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপির ২১ দশমিক ৫২ শতাংশ মৎস্য খাতের অবদান। বর্তমানে বিশ্বের ৫২টি দেশে বাংলাদেশের মাছ রপ্তানি হচ্ছে। বিশ্ববাজারে আর্থিক মন্দা সত্ত্বেও ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৬৯ হাজার ৮ শত ৮০ দশমিক ৫৯ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে দেশের আয় হয়েছে ৪ হাজার ৭৯০ কোটি ৩০ লাখ টাকা।

সরকারের যুগোপযোগী নীতি নির্ধারণ, কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, গবেষণার মাধ্যমে উন্নত জাত উদ্ভাবনসহ নানা পদক্ষেপের ফলে মাংস ও ডিম উৎপাদনে বাংলাদেশ আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং দুধ উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট দুধ উৎপাদন হয়েছে ১৪০ দশমিক ৬৮ লক্ষ মেট্রিক টন এবং প্রতিদিন মাথাপিছু দুধের প্রাপ্যতা বেড়ে ২২১ দশমিক ৮৯ মিলিমিটারে উন্নীত হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মাংস উৎপাদন হয়েছে মোট ৮৭ দশমিক ১০ লাখ মেট্রিক টন এবং মাংসের প্রাপ্যতা প্রতিদিন মাথাপিছু বেড়ে ১৩৭ দশমিক ৩৮ গ্রামে উন্নীত হয়েছে। এছাড়া ২০২২-২৩ অর্থবছরে ডিম উৎপাদন হয়েছে মোট ২ হাজার ৩৩৭ দশমিক ৬৩ কোটি এবং ডিমের প্রাপ্যতা প্রতিদিন মাথাপিছু বেড়ে ১৩৪ দশমিক ৫৮ টিতে উন্নীত হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে জিডিপিতে স্থিরমূল্যে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১ দশমিক ৮৫ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১৬ দশমিক ৫২ শতাংশ।

সকলের জন্য নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও মানসম্মত প্রাণিজ আমিষ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় প্রতিবছর যে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে তার প্রতিফলন হিসেবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এ প্রতিবেদন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের জন্য যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি এর মাধ্যমে দেশের আপামর জনসাধারণও এ খাত সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভে সক্ষম হবে। আমি এ প্রতিবেদন প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(শ ম রেজাউল করিম এমপি)

ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু এমপি
সভাপতি
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত
সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

বাণী

কৃষি প্রধান বাংলাদেশে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ একটি দ্রুত আয় বর্ধনশীল খাত। বর্তমান সরকারের 'রূপকল্প-২০৪১' বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সপ্নের সোনার বাংলা গড়তে তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে যুগোপযুগী টেকসই পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ড ও অর্জিত সাফল্যসমূহ "বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩" আকারে প্রকাশ করা হচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা এবং ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত। করোনা মহামারি ও ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের প্রভাব মোকাবেলা করে দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির যোগান নিশ্চিতে এই খাতের অবদান অসামান্য। প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণের পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা আয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ণ, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন, ডেল্টা প্যান-২১০০ বাস্তবায়ন, ২০৪১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তর, আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এ খাতের অবদান অনস্বীকার্য। বর্তমানে বাংলাদেশ মাছ, মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। দেশের মোট জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান ৩.৫৭ শতাংশ যা কৃষিজ জিডিপি'র ২৫.৩৭ শতাংশ এবং মোট জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১.৮৫ শতাংশ যা কৃষিজ জিডিপি'র ১৬.৫২ শতাংশ।

দেশরত্ন শেখ হাসিনার দূরদর্শী পদক্ষেপে একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ বাংলাদেশ বিনির্মাণে অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিতে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত। বর্তমানে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ ইলিশ আহরণে বিশ্বে প্রথম, স্বাদু পানির মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির হারে দ্বিতীয়, অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ আহরণে তৃতীয় এবং তেলাপিয়া চাষে চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে। অপরদিকে মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি দুধ উৎপাদনেও আশানুরূপ অগ্রগতি সাধন করেছে প্রাণিসম্পদ খাত। জিডিপিতে এ খাতে প্রবৃদ্ধির হার ৩.২৩ শতাংশ। জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ প্রত্যক্ষ এবং ৫০ শতাংশ পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের উপর নির্ভরশীল।

"বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩" মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়িকা হিসেবে কাজ করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও সাধুবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু, এমপি)

ড. নাহিদ রশীদ
সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে স্মার্ট বাংলাদেশ-২০৪১ বিনির্মাণে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে। এ মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য বাস্তবায়নে উন্নয়ন কার্যক্রম তুলে ধরার নিমিত্ত বার্ষিক সংকলন/প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং সময়োপযোগী।

দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে দেশীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের উপর। আর সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে সুস্থ-সবল জনগোষ্ঠি। সুস্থ-সবল জাতিসত্ত্বা গঠনের মূল উপাদান হচ্ছে সুষম মাত্রায় প্রাণিজ প্রোটিন গ্রহণ। নদীমাতৃক বাংলাদেশে রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির সুস্বাদু মাছ। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট মৎস্য উৎপাদন হয়েছে ৪৭.৫৯ লক্ষ মে.টন এবং মাথাপিছু দৈনিক মাছ গ্রহণের পরিমাণ ৬৭.৮০ গ্রাম। দেশের মোট জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান ২.৪৩ শতাংশ যা কৃষিজ জিডিপি'র ২২.১৪ শতাংশ। বাংলাদেশ বিশ্বে ইলিশ আহরণে ১ম, অভ্যন্তরীন মুক্ত জলাশয়ে মাছ আহরণে ৩য়, তেলাপিয়া উৎপাদনে ৪র্থ, বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ উৎপাদনে ৫ম এবং সামুদ্রিক ও উপকূলীয় ক্রাস্টাসিয়া আহরণে ৮ম অবস্থানে রয়েছে। দেশের ১৪ লক্ষ নারীসহ প্রায় ১২ শতাংশ লোক মৎস্য সেক্টরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জীবিকা নির্বাহ করে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও জাপানসহ বিশ্বের ৫২টি দেশে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রেখেছে মৎস্য সেক্টর। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৬৯.৮৮ হাজার মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে ৪৭৯০ কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয়/অর্জন করে। জিআই পণ্য হিসেবে খ্যাত ইলিশ বিশ্বের সুস্বাদু মাছের মধ্যে অন্যতম এবং উহাতে রয়েছে কোলেস্টেরল প্রতিরোধক উপাদান ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড। জিডিপি'তে ইলিশের অবদান ১% এর বেশি এবং মোট উৎপাদিত মাছের প্রায় ১২%। ইলিশ উৎপাদনে বাংলাদেশ রোল মডেল এবং পৃথিবীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের অধিক ইলিশ আহরণকারী বাংলাদেশ ইলিশের দেশ হিসেবে খ্যাত।

অপরদিকে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জিডিপি'তে স্থিরমূল্যে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১.৮৫%, প্রবৃদ্ধির হার ৩.২৩% ও চলতি মূল্যে জিডিপি'র আকার ৭৩,৫৭১ কোটি টাকা। কৃষিজ জিডিপি'তে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১৬.৫২% (বিবিএস, ২০২৩)। প্রাণিজ প্রোটিনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস্য হচ্ছে প্রাণিসম্পদ খাত (গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগি এবং কবুতরসহ নানা জাতীয় পাখি ইত্যাদি)। এছাড়াও দুধ, ডিম, পনির, ছানা ও দুগ্ধজাত বিভিন্ন দ্রব্য প্রাণিসম্পদ খাতের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রাগৈতিহাসিকযুগ থেকে মঙ্গলগ্রহ আবিষ্কারে সক্ষম বর্তমান আধুনিক সভ্যতার চরম উৎকর্ষ সাধনে বিকাশমান কম্পিউটার যুগেও আমিষের (প্রোটিনের) অবদানকে অস্বীকার করার সাধ্য কারো নেই। মেধা বিকাশ, উর্বর মস্তিষ্ক গঠন, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন, বেকার সমস্যার সমাধান, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য দূরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রাখা, রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণ, দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও উন্নয়ন ইত্যাদি বাস্তবতা অনুধাবন করেই বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে গুরুত্বারোপ করেছেন। এ উন্নয়নের অন্যতম অংশীদার হলো মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি এ মন্ত্রণালয়ের অধিনস্ত অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে নিয়োজিত কর্মচারীদের নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনে সার্বক্ষণিক উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন। এরই ধারাবাহিকতায়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আমি আশা করি এ প্রকাশনা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে এবং দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(ড. নাহিদ রশীদ)

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল
www. bvc-bd.org

১.ভূমিকা:
ভেটেরিনারি শিক্ষা, পেশা ও সেবার মান নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান (Statutory Body)। ইহা দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার্স অধ্যাদেশ-১৯৮২ (১৯৮৬ সালের ১নং আইন) এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ পেশাকে আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে বিগত ১০ জুলাই, ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল আইন-২০১৯ জারি করা হয়। গুণগত মান সম্পন্ন ভেটেরিনারি পেশা এবং শিক্ষা নিশ্চিত করাসহ জনস্বার্থে ইহাকে প্রয়োগ করা ও প্রাণিচিকিৎসকদের আইনগত অধিকার সুরক্ষিত করা এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য। অত্র প্রতিষ্ঠানের রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারিয়ানগণ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ আর্মি, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশন, বন বিভাগ, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, পুলিশ, বিজিবি, পোল্ট্রি সেক্টর, ডেইরী সেক্টর, এনজিও, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকসহ দেশে ও বিদেশে নানাবিধ পেশাগত কাজে কর্মরত আছেন। কর্মরত ভেটেরিনারিয়ানদের পাশাপাশি অবসরপ্রাপ্ত ও নবীন ভেটেরিনারিয়ান প্রাইভেট প্র্যাকটিস-এর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে প্রাণিজ প্রোটিন উৎপাদন, প্রাণীর স্বাস্থ্য রক্ষা, রোগ নিয়ন্ত্রণ, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নসহ সকল প্রকার ভেটেরিনারি সার্ভিস প্রদান করছেন; যা নিরাপদ প্রাণীজ আমিষ উৎপাদন, দারিদ্র বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণসহ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ভূমিকা রাখছে।

২. রূপকল্প (Vision):
মানসম্মত প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা প্রদানের মাধ্যমে নিরাপদ প্রাণিজ প্রোটিন উৎপাদন, প্রাণীর স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, রোগদমন ও জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission):
ভেটেরিনারি শিক্ষা, পেশা ও সেবার মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পেশাজীবিদের সক্ষমতাকে সময়োপযোগী রাখা।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aim & Objectives):

- পেশাজীবিদের দক্ষতার মান বজায় রাখা;
- গুণগত মানসম্মত প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা;
- নিরাপদ প্রাণিজাত প্রোটিন উৎপাদনে সহায়তা করা;
- ভেটেরিনারি শিক্ষার মান বজায় রাখা;

- পেশাগত শৃংখলা রক্ষা করা;
- ইথিক্যাল মানদণ্ড বজায় রাখা ও প্রাণিকল্যাণ সাধন করা ।

৫. প্রধান কার্যাবলী (Main Functions):

- ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার এবং প্যারাভেটদের নিবন্ধন ও সনদ প্রদান, নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের আইনগত অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা সংরক্ষণ;
- ভেটেরিনারি শিক্ষা, পেশা ও সেবার মান নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়ণ, সম্প্রসারণ এবং ক্ষেত্রমত এতদবিষয়ে গবেষণা পরিচালনা;
- ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনারদের পেশাগত নৈতিকতা সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন, তদারকি, বাস্তবায়ন ইত্যাদি;
- ভেটেরিনারি শিক্ষার কোর্সে ভর্তির নির্দেশিকা ও শর্তাদি নির্ধারণ; কারিকুলাম প্রণয়ন, ডিগ্রির মান উন্নয়ন, ইন্টার্নশিপ নীতিমালা প্রণয়ন;
- ভেটেরিনারি শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্বীকৃতি প্রদান, বিদেশি ডিগ্রি বা ডিপ্লোমার সমতা মূল্যায়ন;
- ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনারদের দক্ষতা বৃদ্ধি, বিশেষায়িত জ্ঞানের সুযোগ সৃষ্টি বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- পেশা বহির্ভূত বা অবৈধ কাজে লিপ্ত ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার ও প্যারাভেটদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ।

৬. সাংগঠনিক কাঠামো:

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের অর্গানোগ্রাম

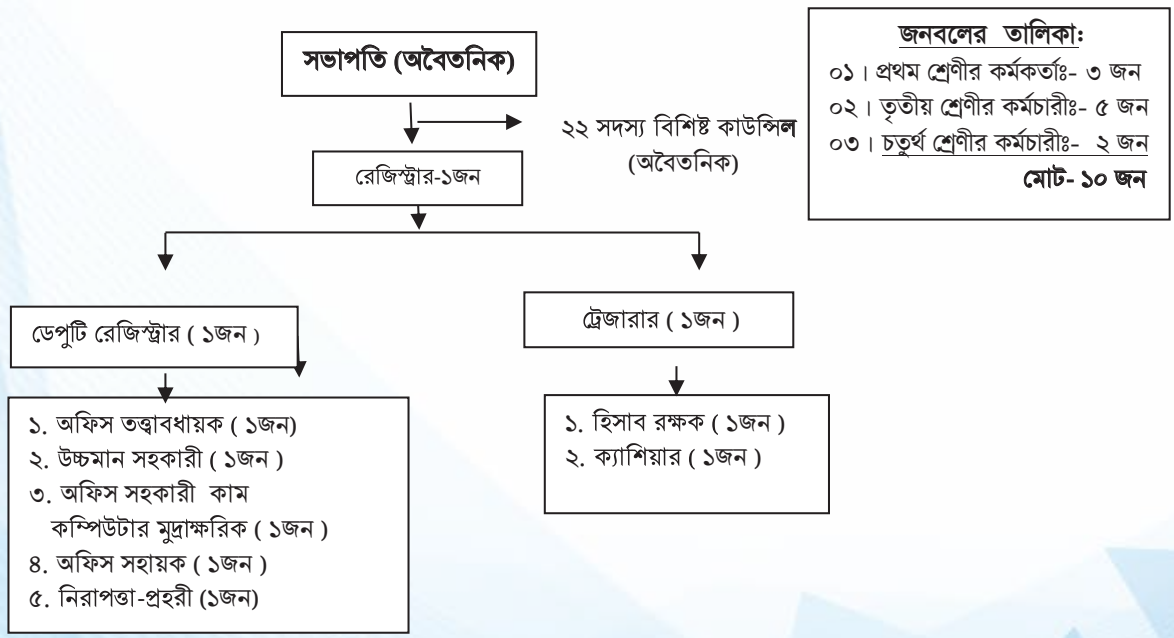

৭. ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অর্জিত সাফল্যসমূহ:

ক. ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার্স রেজিস্ট্রেশন (ভিপিআর) প্রদান:

প্রাণিচিকিৎসকগণ রেজিস্ট্রেশন ব্যতিরেকে নামের আগে 'ডা:' উপাধি ব্যবহার বা কোন প্রকার পেশাগত কাজ বা পেশা সংশ্লিষ্ট কোন চাকুরিতে প্রবেশ করতে পারেন না। তাই ভেটেরিনারি সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে মোট ৭১৩ জনকে ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার্স রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে।

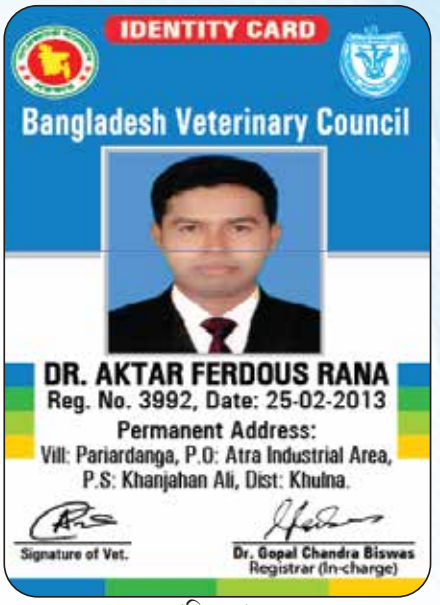

পরিচয় পত্র

খ. প্র্যাকটিশনার্স আইডি কার্ড (পি আই সি) প্রদান:

তৃণমূল পর্যায়ের খামারীরা যাতে প্রতারিত না হোন এবং সঠিক প্রাণিচিকিৎসকের নিকট থেকে মান সম্মত ভেটেরিনারি সেবা পান সে লক্ষ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ৭৪৪ জন পেশাজীবীকে পরিচয় পত্র প্রদান করা হয়েছে।

গ. ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (ভি ই আই) পরিদর্শন:

কাউন্সিলের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি দল/কর্মকর্তা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনপূর্বক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ভেটেরিনারি শিক্ষার ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা, লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি, খামার ও টিচিং ভেটেরিনারি হাসপাতাল ইত্যাদি স্থাপনা মানসম্মত কিনা, দক্ষ জনবল আছে কিনা এবং কী মানের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তা সরেজমিনে পরিদর্শন করে থাকে। অত্র দপ্তর বিগত অর্থ বছরে ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেছে।

ঝিনাইদহ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ পরিদর্শন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন

ঘ. প্র্যাকটিস কেন্দ্র (পিসি) পরিদর্শন:

ভেটেরিনারিয়ানরা প্র্যাকটিস কেন্দ্রে কি মানের ভেটেরিনারি সেবা প্রদান করছে ও ইথিক্যাল মানদণ্ড মেনে চলছে কিনা তা পরিদর্শনের মাধ্যমে মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়। অত্র দপ্তর ১ বছরে ২৪টি প্র্যাকটিস কেন্দ্র পরিদর্শন করেছে।

শালনা, গাজিপুর

সগীর'স পেট ক্লিনিক, লালমাটিয়া, ঢাকা

ঙ. ভবন নির্মাণ প্রকল্প:

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছার কারণে দীর্ঘ ৩১ বছর পর বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের কেন্দ্রীয় ভেটেরিনারি হাসপাতাল চত্বরে প্রায় ১৩.৪৩ শতাংশ জমি বরাদ্দ করা হয় । বর্তমান কৃষি বান্ধব সরকারের সদিচ্ছার কারণে বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল ১৬৮৩.৩৪ লক্ষ টাকার একটি বিনিয়োগ প্রকল্পের মাধ্যমে ১০তলা ভিতের উপর ৫ তলা ভবনের কাজ সম্পন্ন হওয়ায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি ১৮ জুলাই' ২২ তারিখে ভবনটি শুভ উদ্বোধন করেন ।

এই ভবনে কাউন্সিলের অফিসসহ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কনফারেন্স হল, বোর্ড রুম, ভিডিও কনফারেন্স, ই-লাইবেরি, ট্রেনিং হল, কমনরুম, লাইব্রেরি ও মহিলাদের জন্য নামাজের জায়গার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে ।

তাছাড়া রয়েছে আইসিটি শাখা ও শক্তিশালী ডাটাবেজ যার মাধ্যমে দেশের প্রতিটি বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর এবং পেশা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত হবে । এ প্রকল্পের মাধ্যমে কাউন্সিলের কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে এবং ভেটেরিনারিয়ানদের নানাবিধ সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে ।

চ. ডিজিটাল ডাটাবেজ প্রনয়ণ ও হালনাগাদকরণঃ

বর্তমান সরকারের "ডিজিটাল বাংলাদেশ" গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাউন্সিল রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারি ডাক্তারের বিবিধ তথ্য সম্বলিত (ডিগ্রী, রক্তের গ্রুপ, ই-মেইল, মোবাইল নং) একটি ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে। মোট ৮৫০০ জন ডাক্তারের ডাটাবেজ তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইহা একটি চলমান প্রক্রিয়ার ফলে নতুন ডাক্তাররা রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন। বর্তমানে ডাক্তাররা তাদের যে কোন তথ্য ডাটাবেজের মাধ্যমে ঘরে বসেই জানতে পারছেন। খামারী এবং ব্যবসায়ীরাও তাদের কাংখিত ডাক্তারদের সঙ্গে যোগাযোগ সৃষ্টি করতে পারছেন। বর্তমানে বর্ণিত ডাটাবেজটি নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

ছ. কর্মশালা ও প্রশিক্ষণঃ

১. ভেটেরিনারি শিক্ষা ও পেশার মানোন্নয়নে ৬১৩ জন পেশাজীবী প্রশিক্ষণে এবং ৩৭৩ জন পেশাজীবী কর্মশালায় অংশগ্রহন করেন।

পেশাজিবীদের কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ

২. দাপ্তরিক কর্তাকর্তা-কর্মচারীদের কাজের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ৯ জনকে গড়ে ৬০ ঘন্টা করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ

জ. নারী শিক্ষার প্রসারঃ

পূর্বে ভেটেরিনারি শিক্ষার প্রতি নারীরা তেমন আগ্রহী ছিল না। সরকার বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করাতে বর্তমানে নারী ভেটেরিনারি ডাক্তারের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কাউন্সিলের তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত পুরুষ ভেটেরিনারিয়ানদের বিপরীতে নারী ভেটেরিনারিয়ানদের হার ছিল ৩.৪%, ১৯৯৬-২০০১ সাল পর্যন্ত ৪.২% এবং ২০০১ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত ৭.২%।

জানুয়ারি ২০০৮ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত দ্রুত নারী ভেটেরিনারিয়ানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে যার শতকরা হার ২২%, ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ২৫.৭৭%, ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ২৬.০৪%, ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ২৫.৭০%, ২০২০-২১ অর্থ বছরে ২১.৩৭%, ২০২১-২২ অর্থবছরে ২২.৪৯% ও ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২৫.৫৩%। ভেটেরিনারিতে নারী শিক্ষার হার আরও বৃদ্ধির জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৬টি প্রতিষ্ঠানে লিফলেট ও পোস্টার বিতরণ এবং ২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে।

ভেটেরিনারি নারি শিক্ষায় উদ্বুদ্ধকরণ সভা

প্রাণীর চিকিৎসা প্রদান

ঝ. নারীর ক্ষমতায়ন:

নারী ভেটেরিনারিয়ানরা রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হয়ে তৃণমূল পর্যায়ে ভেটেরিনারি সার্ভিস পৌঁছে দিচ্ছেন। তারা প্রান্তিক পর্যায়ের মহিলাদের গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী পালন, টিকাদান, খামার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির উপর প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রাম্য মহিলারা বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করছেন। ফলে দেশে দুধ, ডিম ও মাংসের উৎপাদন বাড়ছে, জাতির পুষ্টির চাহিদা পূরণ হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। দুধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের কাছাকাছি। ফলে তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক ভিত শক্তিশালী হচ্ছে।

গবাদিপশু পালনের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন

ঞ. মোবাইল কোর্ট পরিচালনা:

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল আইন-২০১৯ এর ৩৬, ৩৭ ও ৩৮ ধারা মোবাইল কোর্ট আইন-২০০৯ এর তপসিলভূক্ত হওয়ায় অবৈধ ভেটেরিনারি প্র্যাকটিস রোধে ১২টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয় এবং কোয়াকদের জেল জরিমানা করা হয়।

ট. নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য সম্বলিত সনদ প্রদান:

রেজিস্ট্রার্ড ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনারদের প্রদানকৃত সনদপত্র যাতে কেউ নকল করতে না পারে সেজন্য সিকিউরিটি প্রিন্টিং করর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লি: হতে মুদ্রণকৃত অধিক নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য সম্বলিত সনদ প্রদান করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল
Bangladesh Veterinary Council
Certificate of Registration as a Veterinary Practitioner

৮. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষরের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল ৮ম বারের মত পৃথকভাবে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২০২৩ মেয়াদের জন্য স্বাক্ষর করেছে। চুক্তি অনুযায়ী কাউন্সিল বিগত বছরগুলির মত শতভাগ কৌশলগত উদ্দেশ্য পূরণে সচেষ্ট থাকবে।

৯. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ:

মন্ত্রণালয়/ দপ্তর/অধিদপ্তর ও সংস্থার নাম	মোট আপত্তির সংখ্যা (১৯৭২ হতে)	ক্রমপুঞ্জিত নিষ্পত্তির মোট সংখ্যা (১৯৭২ হতে)	হালনাগাদ অনিষ্পন্ন মোট আপত্তির সংখ্যা	সম্পাদিত দ্বিপক্ষীয় সভার সংখ্যা	সম্পাদিত ত্রিপক্ষীয় সভার সংখ্যা	মন্তব্য
বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল (বিভিসি)	৪৩	২০	২৩	-	-	

১০. মানব সম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ:

ভেটেরিনারিয়ানদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। তাছাড়া কাউন্সিলে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

১১. তথ্য অধিকার আইনের আওতায় গৃহীত পদক্ষেপ:

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা মোতাবেক প্রকাশযোগ্য তথ্যসমূহ ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে এবং তা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

১২. SDG অর্জনের অগ্রগতি:

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের সাথে সম্পৃক্ত SDG-এর Goal এবং Target ম্যাপিং করা হয়েছে। ম্যাপিং অনুযায়ী টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ক্ষেত্রসমুহকে বিবেচনায় নিয়ে খসড়া Action plan প্রণয়ণ করা হয়েছে।

SL.	8th five year Plan Targets (Quantitative or qualitative with page no	Baseline (2020)	Target (2021)	Target (2022)	Target (2023)	Target (2024)	Target (2025)	SDG Goad / Target	Cross cutting Ministry /Division	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Provide Policy support the accelerate the development of private and community-based veterinary services including compliant private veterinary diagnostic centers, clinics and hospitals[P 309] [Q]	-	-	-	-	-	-	-	Bangladesh Veterinary Council	
13.1	Professional Registration and ID Card	440	450	460	470	480	500	2.3		BVC Act 2019 clause 7a,19 & 25
13.2	Veterinary Educational Institute visit and accreditation.	3	3	4	4	5	5	4.3.4		BVC Act 2019 clause 15 & 24
13.3	Professional skill development and Continuing Education(CE)	480	500	525	560	600	650	4.4, 4.7.1		BVC Act 2019 clause 7h
13.4	Veterinary PrActice Centre Visit and accreditation	16	18	20	22	24	25	2.3		BVC Act 2019 clause 30
13.5	Awareness building of pre-veterinary female student in Veterinary Education and profession.	4	6	10	12	15	18	4.3		APA Program 5 & Master plan clause 27

১৩. ইনোভেশন/সেবা সহজীকরণ কার্যক্রম:

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ইনোভেশন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে মন্ত্রীপরিষদ বিভাগে দাখিল করা হয়েছে। ইনোভেশন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সুফলভোগীদের কাছে কাউন্সিলের সেবা দ্রুত ও সহজে পৌছে দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট টিম কাজ করে যাচ্ছে। দাপ্তরিক কিছু কাজ সহজ করা হয়েছে; যেমন: প্রাণি চিকিৎসকদের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ, মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে Online এ সেবামূল্য প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এতে সেবা প্রত্যাশীরা সহজে কাঙ্খিত সেবা পাচ্ছেন।

১৪. আইসিটি/ডিজিটলাইজেশন কার্যক্রম:

২০২২-২৩ অর্থবছরে e-nothi এর মাধ্যমে ১৮০০ টি পত্র জারি করা হয়েছে এবং আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য ৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল-জুন'২৩) হতে পিএল একাউন্টের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে।

১৫. স্মার্ট বাংলাদেশ-২০৪১ বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ:

- সেবামূল্য অনলাইনে গ্রহণের পদক্ষেপ;
- স্মার্ট ভেটেরিনারিয়ান তৈরির জন্য ভেটেরিনারিয়ানদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেমিনার, টক-শো ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাবনা প্রক্রিয়াধীন।

১৬. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ:

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার নিমিত্ত শুদ্ধাচার কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ইন হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনা শতভাগ পূরণ করা হয়েছে।

১৭. অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা:

কাউন্সিলের একটি অভিযোগ বক্স স্থাপন করা হয়েছে। গত বছর প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

১৮. উপসংহার:

ভেটেরিনারি পেশা, পেশাজীবি ও শিক্ষার নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাউন্সিল বর্তমান সরকারের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আশা করছি সরকারের অব্যাহত সহযোগিতা নিয়ে আগামী দিনগুলোতে প্রতিষ্ঠানটি এ দেশে ভেটেরিনারি সেবা, পেশা ও শিক্ষার মান আরো উন্নয়ন করতে সক্ষম হবে।